করেছি আর জানতেও পেরেছি যে, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্র-
জন।"
৭০ তখন যীশু তাঁদের বললেন, "আমি তোমাদের বারোজনকে
কি বেছে নিই নি? অথচ তোমাদেরই মধ্যে একজন আছে, সে শয়তানের
৭১ দাস।" এখানে যীশু শিমোন ইস্কারিয়োতের ছেলে যিহূদার কথা
বলছিলেন, কারণ যদিও সে সেই বারোজনের মধ্যে একজন ছিল,
তবুও সে-ই পরে যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

ভাইদের অবিশ্বাস

৭ এর পর যীশু গালীল প্রদেশের মধ্যেই চলাফেরা করতে লাগ-
লেন। যিহূদী নেতারা তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন বলে তিনি
যিহূদিয়া প্রদেশে চলাফেরা বন্ধ করে দিলেন।
২ তখন যিহূদীদের কুঁড়ে ঘরের পর্বের সময় প্রায় হয়ে এসেছিল।
৩ এই জন্য যীশুর ভাইয়েরা তাঁকে বললেন,"এই জায়গা ছেড়ে যিহূ-
দিয়াতে চলে যাও, যেন তুমি যে সব কাজ করছ তোমার শিষ্যেরা তা
৪ দেখতে পায়। যদি কেউ চায় লোকে তাকে জানুক, তবে সে গোপনে
কিছু করে না। তুমি যখন এই সব কাজ করছ তখন জগতের সামনে
৫ নিজেকে দেখাও।" যীশুর ভাইয়েরাও যীশুর উপর বিশ্বাস করতেন
না।
৬ এতে যীশু তাঁদের বললেন, "আমার সময় এখনও হয়নি, কিন্তু
৭ তোমাদের তো অসময় বলে কিছু নেই। জগৎ তোমাদের ঘৃণা করতে
পারে না কিন্তু আমাকেই ঘৃণা করে, কারণ আমি জগতের বিষয়ে এই
৮ সাক্ষ্য দিই যে, জগতের সব কাজই মন্দ। তোমরাই পর্বে যাও।
৯ আমার সময় এখনও পূর্ণ হয়নি বলে আমি যাব না।" এই
সব কথা বলে যীশু গালীলেই থেকে গেলেন।
১০ কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা পর্বে চলে যাবার পর তিনিও সেখানে
গেলেন; তবে খোলাখুলি ভাবে গেলেন না, গোপনে গেলেন।
১১ পর্বের সময়ে যিহূদী নেতারা যীশুর খোঁজ করতে লাগলেন এবং
বলতে লাগলেন, "সেই লোকটা কোথায়?"
১২ ভীড়ের মধ্যে লোকেরা যীশুর বিষয়ে নিজেদের মধ্যে অনেক কথা
বলাবলি করতে লাগল। কেউ কেউ বলল, "তিনি ভাল লোক।"

আবার কেউ কেউ বলল "না, সে লোকদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে।
১৩ কিন্তু যিহূদী নেতাদের ভয়ে খোলাখুলিভাবে কেউই তাঁর বিষয়ে
কিছু বলল না।

কুঁড়ে ঘরের পর্বের সময়ে প্রভু যীশুর উপদেশ

১৪ সেই পর্বের মাঝামাঝি সময়ে যীশু উপাসনা-ঘরে গিয়ে শিক্ষা
দিতে আরম্ভ করলেন। এতে যিহূদী নেতারা আশ্চর্য হয়ে বললেন,
১৫ "এই লোকটি কোন শিক্ষা লাভ না করে কি ভাবে ধর্ম-শিক্ষা সম্বন্ধে
জানে?"
১৬ উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "আমি যে শিক্ষা দিই তা আমার
১৭ নিজের নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই। যদি কেউ তাঁর
ইচ্ছা পালন করতে চায় তবে সে বুঝতে পারবে যে, এই শিক্ষা
১৮ ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, না আমি নিজ থেকে বলছি। যে নিজ
থেকে কথা বলে সে তার নিজের প্রশংসারই চেষ্টা করে, কিন্তু যিনি
পাঠিয়েছেন, কেউ যদি তাঁরই প্রশংসার চেষ্টা করে, তবে সে সত্যবাদী
১৯ এবং তার মনে কোন ছলনা নেই। মোশি কি আপনাদের আইন-কানুন
দেন নি? কিন্তু আপনাদের মধ্যে কেউই সেই আইন-কানুন পালন
করেন না। তবে কেন আপনারা আমাকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করছেন?"
২০ লোকেরা উত্তর দিল, "তোমাকে ভূতে পেয়েছে; কে তোমাকে মেরে
ফেলতে চেষ্টা করছে?"
২১ যীশু তাদের বললেন,"আমি একটা কাজ করেছি বলে আপনারা
২২ সবাই আবাক হচ্ছেন। মোশি আপনাদের সুন্নত করবার নিয়ম দিয়ে-
ছেন, আর সেই সুন্নত আপনারা বিশ্রামবারেও করিয়ে থাকেন। আবশ্য
এই নিয়ম মোশির কাছ থেকে আসেনি, পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই
২৩ এসেছে। বেশ ভাল, মোশির নিয়ম না ভাংবার জন্য যদি বিশ্রামবারেও
ছেলেদের সুন্নত করানো যায়, তবে আমি বিশ্রামবারে একটি মানুষকে
সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করেছি বলে আপনারা আমার উপর রাগ করছেন
২৪ কেন? বাইরের চেহারা দেখে বিচার না করে বরং ন্যায় বিচার করুন।"
২৫ তখন যিরূশালেমের কয়েকজন লোক বলল,"যাকে নেতারা মেরে
২৬ ফেলতে চান, এ কি সেই লোক নয়? কিন্তু সে তো খোলাখুলিভাবে
কথা বলছে অথচ নেতারা কেউ তাকে কিছুই বলছেন না। তাহলে
২৭ সত্যিই কি তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, এই লোকটিই মশীহ? তবে

আমরা তো জানি এ কোথা থেকে এসেছে। কিন্তু মশীহ্ যখন
আসবেন, তখন কেউ জানবে না তিনি কোথা থেকে এসেছেন।"
২৮ তারপর যীশু উপাসনা-ঘরে শিক্ষা দেবার সময় জোরে জোরেই
বললেন, "আপনারা আমাকেও জানেন, আর আমি কোথা থেকে
এসেছি তাও জানেন। আমি নিজে থেকে আসিনি, কিন্তু যিনি
২৯ আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি সত্য। তাঁকে আপনারা জানেন না কিন্তু
আমি জানি, কারণ আমি তাঁরই কাছ থেকে এসেছি, আর তিনিই
আমাকে পাঠিয়েছেন।"
৩০ এতে সেই লোকেরা যীশুকে ধরতে চাইল, কিন্তু তখনও তাঁর
৩১ সময় হয়নি বলে কেউ তাঁর গায়ে হাত দিল না। কিন্তু লোকদের
মধ্যে অনেকে যীশুর উপর বিশ্বাস করে বলল, "ইনি তো অনেক
আশ্চর্য কাজ করেছেন। মশীহ্ এসে কি তার চেয়ে ও বেশী আশ্চর্য
কাজ করবেন?"
৩২ লোকেরা যে যীশুর সম্বন্ধে এই সব কথা বলাবলি করছে তা
ফরীশীরা শুনতে পেলেন। তখন প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা
৩৩ যীশুকে ধরার জন্য কয়েকজন কর্মচারী পাঠিয়ে দিলেন। যীশু
বললেন, "আমি আর বেশী দিন আপনাদের মধ্যে নেই। তারপর
৩৪ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর কাছে চলে যাব। আপনারা
আমাকে খুঁজবেন কিন্তু পাবেন না, আর আমি যেখানে থাকব
আপনারা সেখানে আসতেও পারবেন না।"
৩৫ যীশুর এই কথাতে যিহূদী নেতারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি
করতে লাগলেন, "এই লোকটা কোথায় যাবে যে, আমরা তাকে খুঁজে
পাব না? অযিহূদীদের মধ্যে যে যিহূদীরা ছড়িয়ে রয়েছে, সে কি
৩৬ সেখানে গিয়ে অযিহূদীদের শিক্ষা দেবে? সে যে বলল, 'আপনারা
আমাকে খুঁজবেন কিন্তু পাবেন না, আর আমি যেখানে থাকব
আপনারা সেখানে আসতেও পারবেন না,' এই কথার মানে কি?"
৩৭ পর্বের শেষের দিনটাই ছিল বিশেষ দিন। সেই দিন যীশু
দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বললেন,"কারও যদি পিপাসা পায়, তবে সে
৩৮ আমার কাছে এসে জল খেয়ে যাক্। যে আমার উপর বিশ্বাস করে,
পবিত্র শাস্ত্রের কথামত তার অন্তর থেকে জীবন্ত জলের নদী বইতে
থাকবে।"

৩৯ যীশুর উপর বিশ্বাস করে যারা পবিত্র আত্মাকে পাবে সেই পবিত্র আত্মার বিষয়ে যীশু এই কথা বললেন। যীশুর মহিমা তখনও প্রকাশিত হয়নি বলে পবিত্র আত্মাকে তখনও দেওয়া হয়নি।

লোকদের মধ্যে মতের অমিল

৪০ এই সব কথা শুনে লোকদের মধ্যে কয়েকজন বলল, "সত্যিই ইনিই সেই নবী।"

৪১ অন্যেরা বলল, "ইনিই মশীহ।"

কিন্তু কেউ কেউ বলল, "মশীহ কি গালীল প্রদেশ থেকে আস-
৪২ বেন? পবিত্র শাস্ত্রে কি বলেনি, দায়ূদ যে গ্রামে থাকতেন সেই বৈৎলেহমে এবং তাঁরই বংশে মশীহ জন্মগ্রহণ করবেন?"

৪৩ এই ভাবে যীশুকে নিয়ে লোকদের মধ্যে একটা মতের অমিল
৪৪ দেখা দিল। কয়েকজন যীশুকে ধরতে চাইল, কিন্তু কেউই তাঁর গায়ে হাত দিল না।

৪৫ যে কর্মচারীদের পাঠানো হয়েছিল তারা প্রধান পুরোহিতদের ও ফরীশীদের কাছে ফিরে আসল। তখন তাঁরা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তাকে আননি কেন?"

৪৬ সেই কর্মচারীরা বলল, "লোকটা যে ভাবে কথা বলে সে ভাবে আর কেউ কখনও কথা বলেনি।"

৪৭ এতে ফরীশীরা সেই কর্মচারীদের বললেন, "তোমরাও কি ঠকে
৪৮ গেলে? নেতাদের মধ্যে বা ফরীশীদের মধ্যে কেউ কি তার উপর
৪৯ বিশ্বাস করেছে? মোটেই না। কিন্তু এই যে সাধারণ লোকেরা, এরা তো মোশির আইন – কানুন জানে না; এদের উপর অভিশাপ রয়েছে।"

৫০ নীকদীম, যিনি আগে যীশুর কাছে গিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন
৫১ এই সব ফরীশীদের মধ্যে একজন। তিনি বললেন, "কারও মুখের কথা না শুনে এবং সে কি করছে তা না জেনে, কাউকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা কি আমাদের আইন–কানুনে রয়েছে?"

৫২ ফরীশীরা নীকদীমকে উত্তর দিলেন, "তুমিও কি গালীলের লোক? পবিত্র শাস্ত্রে খুঁজে দেখ, গালীলে কোন নবীর জন্মগ্রহণ করবার কথা নেই।"